তারিখ 05 FEB 2014
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

কালের কণ্ঠ

রাবি প্রক্টরিয়াল বডির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

ছাত্রলীগ ও পুলিশের হামলায় সরাসরি নেতৃত্ব দেন ৩ সহকারী প্রক্টর

রফিকুল ইসলাম ও রোকন রাকিব, রাজশাহী ▶

যাত্রা শুরু ১৯৬৯ সালে। সময় পরিক্রমায় অনেক কিছুই বদলেছে। উনসত্তরের ১৮ ফেব্রুয়ারি আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন ড. শামসুজ্জোহা। ৪৫ বছরের ব্যবধানে সেই প্রতিষ্ঠানেই গত ২ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ ও পুলিশের ন্যক্কারজনক হামলার সময় প্রক্টরিয়াল বডির ভূমিকা ছিল উল্টো। তিনজন সহকারী প্রক্টর শৃঙ্খলা না ফিরিয়ে উল্টো হামলায় অংশ নিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে প্রক্টরের ভূমিকা নিয়েও। ওই দিন সকালে প্রক্টর তারিকুল হাসানকে আন্দোলনকারীদের মাইক কেড়ে নিতে দেখা গেলেও হামলার আগে বা পরে শিক্ষার্থীদের পাশে তাঁকে আর দেখা যায়নি। প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যদের এহেন কর্মকাণ্ড ও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের নির্বিচার গুলিবর্ষণের ঘটনার পর রাবির উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ অন্যান্য শিক্ষক ও কর্তাব্যক্তিদের ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

রাবি প্রক্টরিয়াল বডির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্লিপ্ততা নিয়ে দুই দিন ধরে সমালোচনার ঝড় বইছে।

অভিযোগ উঠেছে, হামলার সময় তিনজন সহকারী প্রক্টর শৃঙ্খলা ফেরানোর কোনো চেষ্টায় করেননি। বরং তাঁরা হামলায় নেতৃত্ব দেন। এমনকি হামলার পর ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসের কোন দিকে মহড়া দিতে হবে, কোন দিকে অবস্থান নিতে হবে, সে বিষয়েও কখনো মোবাইল ফোনে আবার কখনো হাতের ইশারায় তাঁরা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সহকারী প্রক্টর সাখাওয়াত হোসেন ও সিরাজুল ইসলাম মুখোশ পরে হামলার নেতৃত্ব দেন। হামলায় নেতৃত্ব দেওয়া অন্য সহকারী প্রক্টর হেলাল উদ্দিন মুখোশ পরেননি। বিভিন্ন স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজে তাঁদের এমন তৎপরতা ধরা পড়েছে।

সাখাওয়াত হোসেন অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'মূল হামলার সময় আমি প্রশাসন ভবনে আটকা পড়েছিলাম। লাইব্রেরির সামনে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনার পর সেখানে যাই।' মুখোশ পরার বিষয়ে তিনি বলেন, 'অ্যাজমা রোগের কারণে এটি করতে হয়েছে।' অন্য সহকারী প্রক্টর সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেল থেকে রক্ষা পেতে মুখোশ পরতে হয়েছিল। ঘটনাস্থলে দায়িত্ব পালনের বাইরে আর কিছু ঘটেনি।' প্রক্টর অধ্যাপক তারিকুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ করেননি।

হামলায় সহকারী তিন প্রক্টর ছাত্রলীগকে কোনো সহযোগিতা করেছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন তুহিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রবিবারের হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কোনো নির্দেশনা ছিল না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে ছাত্রলীগ। যে চার-পাঁচজন ওই হামলা করেন তাঁরা এ ধরনের সহযোগিতা নিয়ে থাকতে পারেন।'

প্রতিবাদের ঝড় : সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় রাবির উপাচার্য, উপ-উপাচার্যসহ অন্যান্য শিক্ষক ও কর্তাব্যক্তিদের নির্লিপ্ততা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। বিশেষ করে সামাজিক গণমাধ্যম ফেসবুকের পাতায় প্রতিবাদের সুরটা অনেক ধারালো। একই সঙ্গে দাবি উঠেছে, জড়িত অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিরুদ্ধে রাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার।

রাবির গণযোগাযোগ বিভাগের ছাত্রী তানিয়া জুথি তাঁর ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন, 'স্যার, আপনাদেরই বাছুর (যাঁরা টাকার লোভে আমাদের বুকে গুলি চালাতে দ্বিধাবোধ করেননি) পারবেন, এরপর আমাদের চোখে চোখ রেখে ক্লাস নিতে?'

মার্কাওয়ার্ড হোসেন নামের এক সাবেক শিক্ষার্থী লিখেছেন, 'প্রিয় রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ভিসি ও প্রো-ভিসি স্যার, আমাদের প্রিয় মতিহার ক্যাম্পাসে আতঙ্কিত, আহত ছাত্রছাত্রীদের সন্ত্রস্ত মুখগুলো দেখে একজন পিতার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি এই নিরস্ত্র তারুণ্যের উপায়হীনতা।... স্যার, আমার সন্তানকে ইউনিভার্সিটিতে আপনারা যদি নিরাপত্তা দিতে না পারেন; আপনাদের ছায়ায় যদি ছাত্র পরিচয়ধারী মাস্তানরা আমার ছেলের শরীর হিংস্রতায় ক্ষত-বিক্ষত করে; আমার মেয়ে যদি সহিংসতায় আতঙ্কিত হয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে; আমি কী করে দূরবর্তী সম্পর্কের সুষমা ধরে রাখি?'

রবিবারের হামলা এবং নিজেদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জানতে চাইলে রাবির উপ-উপাচার্য চৌধুরী সারোয়ার জাহান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রক্টর রবিবার সকালে আন্দোলন থামানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। এরপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে। তবে সহকারী তিন প্রক্টরের ভূমিকাও খারাপ ছিল না।' ছাত্রলীগের সশস্ত্র হামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটি বিচ্ছিন্ন বিষয়। তাদের সঙ্গে রাবি প্রশাসনের কোনো সম্পর্ক নেই।'

এদিকে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার নগরীর সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে সমাবেশ করেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। এ সময় তারা অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানায়।

সরষের মধ্যেই ভূত : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, রাবির প্রগতিশীল শিক্ষকদের একটি অংশ উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যকে সরাতে গত নির্বাচনের পর থেকে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে পুঁজি করে বর্তমান প্রশাসনকে বিতর্কিত করতেই ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চক্রান্তকারীর দলে বর্তমান প্রশাসনের কমপক্ষে দুইজন কর্তাব্যক্তি রয়েছেন বলেও নিশ্চিত হওয়া গেছে।

মামলা হলো, পার পেল অস্ত্রধারীরা : রবিবারের ঘটনায় নগরীর মতিহার থানায় ছয়টি মামলা হয়েছে। আর সেসব মামলায় আসামি করা হয়েছে আন্দোলনকারী প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের। অথচ কোনো মামলায়ই অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের আসামি করা হয়নি। গতকালও অস্ত্রধারীদের কয়েকজনকে রাবির বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। অস্ত্রধারী ছাত্রলীগের পাঁচ ক্যাডারের মধ্যে দুইজনকে বহিষ্কার করা হলেও এখনো দাপটে রয়েছেন রাবি ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবদুস সালাম ওরফে সুদিপ্ত সালাম, বর্তমান কমিটির পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মোত্তাকিন বিল্লাহ ও সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ রুনু।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল তুহিন বলেন, 'মিডিয়ায় ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী যেসব নেতা-কর্মীর ছবি প্রকাশ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিলে আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।' তিনি আরো বলেন, কেন্দ্র থেকে ঘটনাটি তদন্তের জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। ওই কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে অস্ত্রধারী অন্যদের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি জাপার : নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারী ছাত্রলীগ নামধারী ছাত্রদের অস্ত্র আইনে ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে বিচারের দাবি করেছে সংসদে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি। গতকাল সংসদ অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ তাজুল ইসলাম এই দাবি করেন। তিনি বলেন, জড়িতদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।